সংবাদ

05 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৭ ...

দক্ষিণ চরশাহজালাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোমর পানি পেরিয়ে যাচ্ছে স্কুলে -সংবাদ

জোয়ার-ভাটার হিসেব কষে স্কুলে পাঠদান

আহাম্মদ ইব্রাহিম অরবিল, দশমিনা (পটুয়াখালী)

দশমিনার চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার রনগোপালদী ইউনিয়নের আওতাধীন চরশাহজালাল নামক চরে অবস্থিত দক্ষিণ চরশাহজালাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জোয়ার-ভাটার ওপর নির্ভর করে সেখানে পাঠদান পরিচালিত হচ্ছে। ফলে নিয়মিত শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে পারে না। চর এলাকায় সরকারি-বেসরকারিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলেও শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। এমতাবস্থায় চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার মান বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চরশাহজালাল নদী দ্বারা বেষ্টিত থাকায় কোন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। চরের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য খাল প্রবাহিত হওয়ায় কোন রাস্তাঘাট তৈরি করা যায়নি। সাধারণ বাসিন্দাদের পায়ে চলা মেঠো পথই একমাত্র ভরসা। চরের একমাত্র স্কুলটি নদী তীরবর্তী হওয়ায় শিক্ষার্থীদের নৌকা দিয়ে পার হয়ে স্কুলে আসতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে স্কুলে আসতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে খালে পানি থাকায় তারা স্কুলে আসতে পারে না। অনেক সময় নৌকা না থাকলে তাদের বিদ্যালয়ে যেতে হলে কোমর পরিমাণ পানির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের জামা কাপড়সহ বইপত্র অনেক সময় ভিজে যায়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি থাকে না বলেই চলে। অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও সীমাহীন কষ্টের মধ্যে পাঠ দান দিতে হয়। তারাও অত্র চরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ার আপ্রান চেষ্টা করছেন। এদিকে বিদ্যালয়টি চরের মধ্যে হওয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা নদী পার হয়ে কেউ তদারকি করতে যায় না। ফলে একদিকে তদারকির অভাব অন্যদিকে জোঁয়ার-ভাটা এই দুই মিলে চরের বিদ্যালয়টিতে এখন শিক্ষার বেহাল দশা বিরাজ করছে।